بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

# ২৩শে মার্চের প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জ্ঞানগর্ভ নির্দেশনার আলোকে তাঁর আবির্ভাবের স্মৃতিচারণ,
## পাশাপাশি পাকিস্তানের আহ্‌মদী ও মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়ার আহ্বান।

## সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২১শে মার্চ, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আগামী পরশু ২৩শে মার্চ, আহ্‌মদীয়া জামা'তের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন, কেননা ১৮৮৯ সালের এদিনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বয়আতের সূচনা করে এই জামা'তের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। তাঁর আগমন আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী সঠিক সময়ে হয়েছিল। কারণ, সে সময়ে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় দিক থেকেই নয়, বরং রাজনৈতিক ও বিশ্বের অন্যান্য পরিস্থিতির বিবেচনায়ও পৃথিবীর অবস্থা চরম শোচনীয় ছিল। যদিও অনেক মুসলিম দেশ তখন তেলের সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল, তবুও তাদের মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল লুপ্তপ্রায়। এমতাবস্থায় যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বয়আত গ্রহণ শুরু করেন, তখন মুসলমানদের দুরবস্থায় তাঁর হৃদয় রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল। বিভিন্ন ধর্ম, বিশেষতঃ খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে ইসলামের ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ হচ্ছিল অথচ এর প্রত্যুত্তর দেওয়ার মতো কেউ ছিল না, এমনকি মুসলমান আলেমরাও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকত; আর লক্ষ লক্ষ সাধারণ মুসলমান উত্তর দিতে না পেরে খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছিল।

ঠিক সেই সময়ে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) দণ্ডায়মান হন এবং ইসলামের স্বপক্ষে আল্লাহ্, রসূল এবং ইসলামের প্রতিনিধি হিসেবে এক মহান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সকল ধর্মের ইসলাম বিরোধী বক্তব্য ও রচনার সমুচিত উত্তর প্রদান করেন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করেন। বয়আত গ্রহণের পূর্বে তিনি (আ.) **বারাহীনে আহ্‌মদীয়া** পুস্তক

রচনা করেছিলেন, যাতে তিনি ইসলাম বিরোধীদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব প্রদান করেন। তিনি এতে পবিত্র কুরআনের, আল্লাহ্‌র বাণী এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্য নবী হওয়ার পক্ষে অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি তিনি এই চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন, যে ব্যক্তি এই পুস্তকে উল্লিখিত দলীল প্রমাণাদি খণ্ডন করতে পারবে, বরং এর অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ অথবা এক চতুর্থাংশ কিংবা এক পঞ্চমাংশও উপস্থাপন করতে পারবে তাকে দশ হাজার রূপি পুরস্কার দেয়া হবে যা তৎকালীন সময়ের নিরিখে অনেক বড়ো অঙ্ক ছিল। তিনি (আ.) এই পুস্তকে প্রমাণ করেন যে, ইসলামই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, যার ফলে সাধারণ মুসলমানরা তো বটেই, মুসলমান আলেমরাও এর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সর্বস্তরের লোকদের হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, ইসলামই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এরপর অনেকে হযরত মির্যা সাহেবকে অনুরোধ করতে আরম্ভ করেন যে, আপনি আমাদের বয়আত গ্রহণ করুন। কিন্তু তিনি (আ.) তখন বয়আত নিতে অস্বীকার করেন, কেননা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তখন পর্যন্ত বয়আত গ্রহণের কোনো নির্দেশনা তিনি লাভ করেন নি। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এই ঘোষণা করতে বললেন যে, আপনি মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী। তখন ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে, তিনি (আ.) তাবলীগ শিরোনামে একটি ঘোষণা প্রকাশ করলেন, যেখানে বলা হয়েছিল-"যখন তুমি দৃঢ় সংকল্প কর, তখন আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করো এবং আমাদের সামনে ও আমাদের ওহীর অধীনে নৌকা প্রস্তুত করো। যারা তোমার হাতে বয়আত করবে, তারা প্রকৃতপক্ষে তোমার সঙ্গে নয়, বরং আল্লাহ্‌র সঙ্গেই বয়আত করবে।"

এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর স্বপক্ষে বহু নিদর্শনও প্রদর্শন করেন। এর মাঝে একটি বিশেষ নিদর্শন হলো, একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ যা ১৮৯৪ সালে পূর্ব গোলার্ধে এবং ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধে সংঘটিত হয় আর যা দেখে অনেক পুণ্যাত্মা ও সৌভাগ্যবান বয়আত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে হুযূর (আই.) বলেন, এ বছর রমযানেও চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হচ্ছে, উল্লিখিত তারিখে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে, কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে যেটি সংঘটিত হয়েছিল তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে আর সেটি এমন এক নিদর্শন ছিল যা তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে তাঁর কাছে দাবি করা হয়েছিল। তথাপি এখনকারটা যদি নিদর্শন হিসেবে ধরেও নেয়া হয় তাহলে এটি কিংবা পরবর্তীতে যা-ই ঘটবে তা তাঁর সত্যতার নিদর্শনরূপেই গণ্য হবে। আর মসীহ্ মাওউদ (আ.) যুগের উক্ত নিদর্শন উভয় গোলার্ধেই (১৮৯৪-১৮৯৫ সালে) প্রদর্শিত হয়েছিল কিন্তু এ বছরের গ্রহণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যেই দেখা গেছে ও আগামী ২৯শে মার্চ সূর্যগ্রহণ আকারে দেখা যাবে।

হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ ১৮৮৯ সালের জানুয়ারী মাসে **'তাকমীলে তবলীগ'** পুস্তকে তাঁর হাতে বয়আতের দশটি শর্ত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। একজন আহমদী হিসেবে আমাদের এসব শর্তপালন করা আবশ্যক। হুযূর আনোয়ার (আ.) বয়আতের শর্তগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার পর বলেন যে, এই শর্তগুলির ভিত্তিতে বহু নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বয়আত করেছেন এবং আজও একই শর্তে বয়আত করে চলেছেন। আমাদের ভেবে দেখা উচিত- আমরা কি সত্যিই এই শর্তগুলো মেনে চলছি? জামা'ত আহ্‌মদীয়ার মধ্যে বহু নিষ্ঠাবান সদস্য রয়েছেন, যারা বয়আত করেন এবং নিজেদের প্রাণ, সম্পদ, সময় ও সম্মান উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন।

হুযূর আনোয়ার (আ.) বলেন যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি যে গভীর প্রেম ও ভালোবাসা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে ছিল, তার সুন্দর চিত্র আমরা তাঁর একটি উদ্ধৃতিতে দেখতে পাই। তিনি (আ.) বলেন, **"আমি সব সময় বড়ো আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখি, এই আরবী নবী যাঁর নাম মুহাম্মদ (তাঁর প্রতি হাজার**

হাজার দরূদ ও সালাম), তিনি কত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী! তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার সীমা কল্পনা করা যায় না, তাঁর পবিত্র প্রভাব অনুমান করা মানবের সাধ্যের বাইরে। বড়ই দুঃখের বিষয়, যেভাবে তাঁকে মূল্যায়ন করা উচিত সেভাবে তাঁর মর্যাদাকে মূল্যায়ন করা হয় নি। আল্লাহ্‌র একত্ববাদের বিশ্বাস– পৃথিবীতে যার বিলুপ্তি ঘটেছিল, তিনিই সেই অনন্য বীর যিনি তা পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার সাথে পরম ভালোবাসা গড়ে তোলেন আর সৃষ্টির সহানুভূতিতে তাঁর প্রাণ সবচেয়ে বেশি উদ্বেলিত হয়। তাই যিনি তাঁর হৃদয়ের রহস্য জানতেন সেই খোদা তা'লা তাঁকে সকল নবী আর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন আর তাঁর সব আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর জীবদ্দশাতেই পূর্ণ করে দেন। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর আশিস অস্বীকার করে কোনো আশিস লাভের দাবি করে সে মানুষ নয়, বরং শয়তানের বংশধর। কেননা, সকল কল্যাণের চাবি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে।'

মহানবী (সা.)-এর মোকাম ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন, 'সেই ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে সম্পূর্ণ এবং পূর্ণ মানব ছিলেন এবং পূর্ণ নবী ছিলেন এবং যিনি পূর্ণ কল্যাণরাজি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান ও একত্রীকরণের কারণে পৃথিবীর প্রথম কিয়ামত (পুনরুত্থান) সংঘটিত হয়, যাঁর আগমনে এক মৃত জগৎ জীবন ফিরে পায়, সেই মোবারক নবী হলেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া, ইমামুল আসফিয়া, খাতামুল মুরসালীন, নবীগণের গৌরব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

হে প্রিয় খোদা! এই প্রিয় নবীর প্রতি এমন রহমত ও দরূদ বর্ষণ করো যেমনটি দুনিয়া সৃষ্টি অবধি তুমি কারও প্রতি নাযিল করো নি। এই অসীম মর্যাদাবান নবী পৃথিবীতে আবির্ভূত না হলে ছোটো ছোটো যত নবী দুনিয়ায় এসেছেন, যেমন- ইউনুস, আইয়ূব, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম, মালাকি, ইয়াহ্ইয়া, যাকারিয়া প্রমুখ তাঁদের সত্যতার কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে থাকতো না, যদিও তাঁরা সবাই নৈকট্যপ্রাপ্ত, সম্মানিত এবং খোদা তা'লার প্রিয়ভাজন ছিলেন। এটি কেবল সেই নবী (সা.)-এরই অনুগ্রহবিশেষ যে, এই নবীরাও পৃথিবীতে সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। হে আল্লাহ্! তাঁর (সা.) প্রতি, তাঁর বংশধরগণের, তাঁর সাহাবীদের সবার প্রতি তুমি দরূদ, রহমত ও বরকত নাযিল করো।'

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাঝে মহানবী (সা.)-এর প্রতি এমন গভীর ভালোবাসা ও অনুরাগ ছিল যার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে প্রেরণ করেছেন এবং এ যুগে ইসলামের পুনর্জাগরণের দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে অর্পণ করেছেন, আর তিনি (আ.) তা যথাসাধ্য পালনও করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের ন্যায় হবেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন, যখন আমরা বয়আত করেছি যে, মহানবী (সা.)-এর নাম সমুজ্জ্বল করব, ইসলামের খ্যাতি সমুন্নত করব, ইসলামের প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো– তাহলে আমাদেরকে সাহাবীদের রঙে রঙিন হতে হবে। তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, তোমরা যদি বয়আতের দায়িত্ব পালন করতে চাও তাহলে কুরআন পাঠ করো, কাহিনী হিসেবে নয় বরং বুঝে শুনে পাঠ করো। দেখো! মানুষ কত সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে নামে না। কুরআনের আরেকটি নাম হলো, যিক্‌র। এটি মানুষের অভ্যন্তরে সুপ্ত ও ভুলে যাওয়া সত্যকে স্মরণ করানোর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, কুরআন এ যুগের যিক্‌র আর একে শেখানোর জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মুয়াল্লিম তথা শিক্ষক হিসেবে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন, কিন্তু বিরোধীরা তাঁকে মূল্যায়ন করছে না।

লোকেরা বলে, মসীহ্ মাওউদ-এর আগমনের প্রয়োজন কী, যখন কিনা আমরা ইসলামের সকল নির্দেশ পালন করে থাকি? এর উত্তরে হুযূর (আই.) বলেন, তোমাদের নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থাই হলো এর উত্তর, সৎকর্ম করার পরও মানুষের মাঝে পুণ্য প্রভাব কেন সৃষ্টি হচ্ছে না? আসল কথা হলো, তোমাদের কর্ম পুণ্যকর্মের উদ্দেশ্যে হয় না, বরং তা খোসাসদৃশ যাতে কোনো মগজ নেই। মুসলমানরা নিজেরাও এটি স্বীকার করে যে, আমাদের অধঃপতন হয়েছে এবং একজন সংস্কারকের আসা উচিত, যিনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন। তিনি (আ.) আরেক স্থানে বলেন, আমাদের বিরোধীরা আমাদের চাকর, কেননা তারা বিরোধিতার মাধ্যমে আমাদের দাবি প্রচার করছে। আমাদের কাজ হলো, ধর্মকে বিদআত থেকে মুক্ত করা এবং ইসলামসহ অন্যান্য সকল ধর্মের সত্যতা প্রকাশ করা।

খুতবার শেষের দিকে হুযূর (আই.) দোয়ার তাহরীক করে বলেন, পাকিস্তানের আহ্মদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের পরিবেশ পরিস্থিতি সহজ করে দিন। বিরোধীরা সবদিক থেকে তাদেরকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করছে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সুরক্ষিত রাখুন। সাধারণভাবে মুসলিম উম্মতের জন্যও দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক দেন এবং তাদের অবস্থার উন্নতি দান করেন আর তাদের প্রতি কৃপা করেন। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের জন্যও দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অত্যাচার নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং তাদের প্রতি দয়া করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

**('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)**

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

*21 March 2025*

*Distributed by*

**Ahmadiyya Muslim Mission**
*.....P.O.....*
*Distt.....Pin.....W.B*

**To,**

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat